তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ২ ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতির প্যাঁচে শিক্ষার্থীরা

এম এইচ রবিন ●

চলতি বছর এসএসসির ফল ঘোষণা করা হয়েছে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। অন্যদিকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করা হচ্ছে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এমন দ্বৈতনীতির প্যাঁচে পড়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থা কাহিল।

তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের জীবনযাপন করে সহজ ও নির্বিঘ্ন। আবার এই প্রযুক্তিই মানুষের জীবনে বয়ে আনে জটিলতা। এ বিষয়টি হয়তো একজন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। এবার অনলাইনে আবেদন করে পছন্দের কলেজে মেধাতালিকায় স্থান হয়নি অনেকের। ফলে সন্তানের ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটছে অভিভাবকদের। তারা দিশেহারা হয়ে ছুটছেন এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে।

- এসএসসির ফল গ্রেডিংয়ে
- একাদশে ভর্তি প্রাপ্ত নম্বরে
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেধা তালিকা হবে
- কোনো প্রতিষ্ঠানে উপচেপড়া ভিড়
- কোথাও শিক্ষার্থীশূন্যতা

ভর্তিতে কেন বিড়ম্বনা : ধরে নেওয়া যাক, 'ক' 'খ' 'গ' প্রতিটি বিখ্যাত কলেজ। এসব কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। তিনটি কলেজে ভর্তি নেওয়া হবে ২০০ করে মোট ৬০০ জন। অপেক্ষামাণ তালিকায় আছে বাকি ৪০০ জন। এখন দেখার বিষয় হলো, ভর্তির মেধাতালিকা তৈরিতে এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কোনো লটারি বা পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ওই ৬০০ জন কিসের ভিত্তিতে মেধাতালিকায় স্থান পেল, আর ৪০০ জনই বা বাদ পড়ল কেন? এ এক জটিল গোলকধাঁধা। এই গোলকধাঁধার বলি হয়ে এ বছর হাজার-হাজার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী পছন্দের কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে না। আবার এর উল্টো চিত্রও আছে। দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থী 'ক', 'খ' ও 'গ' তিনটি কলেজেরই মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে। সে একটি কলেজে ভর্তি হয়েছে, অথবা হবে। বাকি দুটি কলেজে তার আসন শূন্য থাকবে। এ আসনটিতে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি নিতে পারবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে মেধার ক্রমান্বয়ে নিতে হবে। এজন্য দ্বিতীয় দফা মেধা তালিকা, তৃতীয় দফা মেধা তালিকা প্রকাশ করবে শিক্ষা বোর্ড। এর অর্থ হলো কেউ ইচ্ছা করলেও অপেক্ষমাণ তালিকার পেছন থেকে গিয়ে শূন্য আসনে ভর্তি হতে বা কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি নিতে পারবে না।

গতকাল রোববার দুপুরে কথা হয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে মিমিয়া নামে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তিনি জানান, ভিকারুননিসা, বিএফ শাহীন, রাজউক উত্তরা, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা সিটি কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল, বিএফ শাহীন-তেজগাঁও, ন্যাশনাল আইডিয়াল– এই দশটিতে আবেদন করে কোথাও মেধাতালিকায় স্থান পাননি। হতাশায় কান্নায় ভেঙে পড়েন মিমিয়া। এদিকে তার সহপাঠী তামান্না চারটি কলেজে মেধাতালিকায় স্থান পেয়ে একটিতে ভর্তি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান আমাদের সময়কে জানান, নিরবচ্ছিন্ন ভর্তি কার্যক্রম চলছে। অনেকে পছন্দের তালিকাভুক্ত কলেজের মেধাতালিকায় নেই, অপেক্ষমাণ তালিকায় আছে– এমন কিছু বিষয় জানতে পেরেছি। আমি মনে করি, এদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। কারণ অনেকে একাধিক কলেজে মেধাতালিকায় স্থান পেয়ে একটিতে ভর্তি হয়েছে। এসব শূন্য আসনের বিপরীতে বোর্ড থেকে দ্বিতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজন হলে তৃতীয় মেধাতালিকাও দেওয়া হবে। পর্যাপ্ত আসন আছে কেউ ভর্তি হতে বাকি থাকবে না। এসএসসির ফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে আর ভর্তি প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, জিপিএ-৫ হাজার-হাজার আছে। কেউ কোনো বিষয়ে ৮২ নম্বর পেয়ে এ-প্লাস। কেউ ৯৮ নম্বর পেয়েও এ-প্লাস। তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার বিভাজনের লক্ষ্যেই প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে যে ৯৮ নম্বর পেয়েছে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেগুলোয় স্কুল রয়েছে, তাদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের আশার কথা হচ্ছে– নীতিমালার ৩.৪-এ বলা হয়েছে, কোনো স্কুল অ্যান্ড কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত যোগ্যতাসাপেক্ষে স্ব-স্ব বিভাগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করার পর অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতিমালার নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। তবে সব ভর্তিই অনলাইনে হবে। এর ফলে হয়তো ভিকারুননিসা নূন কলেজে অন্যান্য স্কুল থেকে কম শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে।

রাজধানীর একটি স্বনামধন্য কলেজের একজন অধ্যক্ষ আমাদের সময়কে জানান, তার কলেজে রোববার দুপুর পর্যন্ত মেধাতালিকার ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি। তিনি অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে যারা আগ্রহী তাদের তথ্য নিয়ে রেখেছেন যেন পরবর্তীকালে তাদের ভর্তি নিশ্চিত করতে পারেন। তার ভাষ্যমতে, এত এত শিক্ষার্থী মেধাতালিকা থেকে বঞ্চিত। আবার একজন চার-পাঁচটিতে মেধাতালিকায়। আমরা শিক্ষার্থী না পেলে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া নিয়ে অস্থিরতায় পড়ে যাব। অনলাইন পদ্ধতি ছাড়া হলে আজ প্রায় সব আসনই পূর্ণ হয়ে যেত।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, আমরা ভর্তি-বাণিজ্য রোধেই অনলাইন পদ্ধতি চালু করেছি। নয়তো এই দুদিনে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হতো সারা দেশে।

এইচএসসিতে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয় গত ১৬ জুন। মনোনীতদের ১৮ থেকে ৩০ জুনের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই। বিলম্ব ফিসহ ভর্তি হতে পারবে ১০-২০ জুলাই পর্যন্ত। কলেজ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বোর্ডে জমা দিতে হবে ৭-১৮ আগস্ট। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি জমার স্লিপ বোর্ডে জমা দিতে হবে ২২-৩১ আগস্টের মধ্যে।

ভর্তির নীতিমালা : একাদশ শ্রেণির ভর্তি নীতিমালায় ৩.৩.১-এ প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতিতে বলা হয়েছে, সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে।

৩.৩.২-এ বলা হয়েছে, বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করা হবে। এ পদ্ধতি সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, (৩.৩.৩) তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করা হবে।

৩.৩.৪-এ বলা হয়, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করা হবে।

৩.৩.৫-এ বলা হয়েছে, এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ের নম্বর বিবেচনা করা হবে।